Cosmo School

শ্রেণিঃ সপ্তম

বিষয়ঃ বাংলা ১ম পত্র

পিতৃপুরুষের গল্প

হারুন হাবীব

লেখক পরিচিতিঃ

নামঃ হারুন হাবীব

জন্ম তারিখঃ ১৯৪৮ সাল

জন্মস্থানঃ জামালপুর

সাহিত্যকর্মঃ উপন্যাস- প্রিয়যোদ্ধা। ছোটগল্প- সমগ্র ১৯৭১। প্রবন্ধ- মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত প্রবন্ধ, Blood and Brutality.

শব্দার্থঃ

হানাদার বাহিনী – অন্যায়ভাবে আক্রমণকারী বাহিনী। এখানে পাকিস্তানিকে বোঝানো হয়েছে।

তিতিক্ষা – সহনশীলতা

সামরিক শাসন – সামরিক বাহিনী দ্বারা যখন রাষ্ট্রের শাসন পরিচালিত হয় তখন সেই শাসনকে সামরিক শাসন বলা হয়।

পিতৃপুরুষ – পিতা- পিতামহ-প্রপিতামহ।

বানান সতর্কতাঃ

পিতৃপুরুষ, যদ্দিন, বিশ্ববিদ্যালয়, যুদ্ধ, হঠাৎ, জোগাড়, স্বাধীনতা, অধীর, আগ্রহ, কৌশল, বিশ্বাস, বন্ধ, গভীর, উনিশ, ফেব্রুয়ারি, খানিকক্ষণ, গল্প, অতীত, জাহাঙ্গীরনগর, গম্বুজ, মুক্তিযুদ্ধ, তরুণ, শিকার, গোষ্ঠী, তিতিক্ষা, ত্যাগ, স্মৃতিসৌধ, বিরুদ্ধ, হত্যা, শ্রদ্ধা, রাষ্ট্রীয়, দাঁড়িয়ে।

কিছু ব্যাখ্যাঃ

 # "বাঘা বাঙালিরা এবার যুদ্ধ করবে, বাবা। স্বাধীনতা এবার আসবেই"।

- কাজল মামাকে তার বাবা যুদ্ধের সময় মিটিং, মিছিল করতে মানা করায় তিনি এই কথা বলেছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, বাঙালিরা বাঘের মতো সাহসী। আর তাদের এই সংগ্রাম ও সাহসিকতার পথ ধরেই স্বাধীনতা আসবে এই দেশে।

 # "যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাৎ"।

- যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধ শব্দ দুইটি কাছাকাছি হলেও এদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যুদ্ধ হয় এক দেশের সাথে আর এক দেশের। তাদের মধ্যে লোভ লালসা থাকে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ হয় স্বাধীনতার জন্য। জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য। অন্যের অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্ত হবার জন্য।

 # "সেইসব রক্তের স্মৃতিকে ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্য ধরে রাখতে গিয়েই দেশে এই শহিদ মিনারের মতো স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে"।

- অতীতে আমাদের বীর দেশপ্রেমিকরা দেশের জন্য আমাদের জন্য যে ত্যাগ করেছেন, যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন সেই ঘটনাগুলোকে মনে রাখার জন্য ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য আমাদের দেশে শহীদ মিনার সহ আরো অনেক স্মৃতিসৌধ তৈরি করা হয়েছে।

 # "ওরা আমাদের পিতৃপুরুষ – ওদের আমরা চিরদিন মনে রাখব – শ্রদ্ধা করব"।

- ১৯৫২ সালের ভাষাশহিদদের কে পিতৃপুরুষ বলেছে। কারণ তাঁরা বাংলা মায়ের মুখের ভাষা রক্ষা করার জন্য নিজেদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেয়। তারাই প্রথম দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে শহিদ হন। তাদের রক্তের বিনিময়ে বাঙালিরা পেয়েছে বাংলা ভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সংগ্রাম করার শক্তিও বাঙালিরা পেয়েছিল এই ভাষাশহিদদের চেতনা থেকে। তাই ভাষাশহিদরা আমাদের পিতৃপুরুষ।

 # "পুরনো দিনের ওপরেই তো বর্তমানের দিন-রাত গড়ে ওঠে"।

- যা কিছু আগে ঘটে গিয়েছে, পুরনো হয়ে গিয়েছে তাকেই আমরা অতীত বলি। অতীতকে জেনে

ও অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে, অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই আমরা বর্তমানকে সুন্দর করে তুলি। অতীত ভিত্তিতে বর্তমান গড়ে ওঠে। অতীত না থাকলে বর্তমান থাকত না।

 # রাস্তাটার নাম সাতমসজিদ হওয়ার কারণ

- মোগল বাদশা জাহাঙ্গীরের নাম অনুসারে ঢাকা শহরের আগের নাম ছিল জাহাঙ্গীরনগর। সেই সময় থেকেই এই শহরের বিভিন্ন জায়গায় অনেক মসজিদ তৈরি হতে থাকে। এই রাস্তাটা পিলখানার মোড় থেকে মোহাম্মদপুর এসে সাতগম্বুজ মসজিদ পর্যন্ত ঠেকেছে। তাই এই পুরনো সাতগম্বুজ মসজিদ এর নামে রাস্তাটার নাম হয়েছে সাতমসজিদ রোড।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

১। কাজল মামা কত সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন?

২। অন্তু অধীর আগ্রহে মামার জন্য অপেক্ষা করছে কেন?

৩। অন্তু আর কাজল মামা কোথা থেকে রিক্সায় উঠল?

৪। অন্তু ও কাজল মামা শহিদদের উদ্দেশ্যে কীভাবে শ্রদ্ধা জানায়?

৫। কাজল মামা কোন হলে থাকতেন?

৬। বাংলাদেশটাকে গোলাম কওে রাখতে চেয়েছিল কারা?

৭। শহিদ মিনার কোন শহিদদের স্মৃতির মিনার?

৮। পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষদের কী বলা হয়?

অনুধাবনমূলক প্রশ্নঃ

১। কাজল মামা ঢাকা ছেড়ে হঠাৎ গ্রামে এসে হাজির হলেন কেন?

২। "কত কাহিনী আছে বাঙালি জাতির" - ব্যাখ্যা কর।

৩। "ওদের গুলির শিকার হলো ওরাই প্রথম" - কথাটির মাধ্যমে কাদের কথা বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকটি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

ক) ঢাকা শহরের পূর্বনাম কী ছিল?

খ) বাঘা বাঙালি বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ) উদ্দীপকে পিতৃপুরুষের গল্পের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?

ঘ) উদ্দীপকটি পিতৃপুরুষের গল্পের আংশিক ভাবকে ধারণ করে। - তোমার মতামত দাও।

শিক্ষক-

শাহরিন সুলতানা মৌলী